R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), 267228 (Resi.) / STD 03483 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী
ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।

ইউনাইটেড ব্রীক্স

ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৮ বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৭ই আষাঢ়, ১৪১৮।
২২শে জুন ২০১১ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

স্কুলে মনোনয়নপত্র জমা দিতে গিয়ে কংগ্রেসীদের হাতে তৃণমূল নেতারা প্রহৃত

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের কালীতলা হাই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেবার শেষ দিন ছিল ২১ জুন। তৃণমূল নেতা সেখ মহঃ ফুরকান, তাঞ্জিলুর রহমান, চয়ন সিংহ রায়ের নেতৃত্বে শতাধিক সমর্থক তৃণমূলের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে যান ঐ দিন। সেখানে কংগ্রেস সমর্থকদের বিশাল লাইনে সিপিএম বা তৃণমূল-কোন পাত্তা পায় না। পুলিশের সামনেই সিপিএমের দালাল বলে মহঃ ফুরকান, তাঞ্জিলুর রহমান ও চয়ন সিংহ রায়কে একরকম পিটিয়ে বার করে দেয় এলাকা থেকে কংগ্রেসীরা। বেগতিক বুঝে সিপিএম সমর্থকরা আগেভাগে পালিয়ে যায়। সেখানে ৭৫ বছরের এক বৃদ্ধও মার থেকে বাদ যাননি। ২/৩ জনকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। কংগ্রেসী সমর্থক আজি বিশ্বাস, আশিস দাস, আমিরুল সেখ, জালাল বিশ্বাস। (শেষ পাতায়)

জঙ্গিপুর হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবার স্বার্থে কয়েকজন ডাক্তারকে সড়ানো প্রয়োজন

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর হাসপাতালে তিন মাসের ওপর যোগ দিয়েও মহিলা রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুধাংশুশেখর জানা না পাচ্ছিলেন বেডের দায়িত্ব না পাচ্ছিলেন আউটডোরের। অথচ ডাক্তার জানা গর্ভবতী মায়েদের সীজারের ক্ষেত্রে বাইরে থেকে সেলায়ের সুতো ও ডাক্তারের গ্লাব্স ছাড়া হাসপাতালে সাপ্লাই করা ওষুধ রোগীর ওপর প্রয়োগ করছেন। নেহাত ষ্টকে না থাকলে তখন সেটা বাইরে থেকে আনতে বলছেন। যেখানে অন্য ডাক্তাররা সীজার কেসে তাদের পছন্দমতো নার্সিংহোমে পাঠানোর জন্য রোগীর আত্মীয়দের চাপ দেন। প্রাণ সংশয়ের ভয় দেখান। আর না হলে বহরমপুরে ট্রান্সফার করেন। বা অনেক বিশাল প্রেসক্রিপশন করেন বাগড়ীর ওষুধে। খবর, জঙ্গিপুর হাসপাতালের কয়েকজন অসৎ ও সুযোগ সন্ধানী ডাক্তারের প্ররোচনায় ডাঃ জানাকে কোন বেড দেয়া হচ্ছিল না বা আউট (শেষ পাতায়)

ব্যাঙ্ক উদ্বোধন মানেই আগেরবার মুক্তি এবার সোহরাব

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ বা আশপাশে কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক উদ্বোধন এলাকার মানুষকে এখন আর প্রভাবিত করে না। লোকে জানে কংগ্রেসের একটা পক্ষ প্যাণ্ডেল-টিফিন প্যাকেট ইত্যাদিতে মোটা অঙ্কের টাকা কামাবে। তারা অনুষ্ঠান চলাকালীন প্রণব মুখার্জীর পাশে ঘোরাঘুরি করবে। নিজেদের চকচকে করার সুযোগ খুঁজবে। গত সপ্তাহে রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের তালাই গ্রামে একটা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের উদ্বোধন করে গেলেন প্রণব মুখার্জী। খবর, অনুষ্ঠান শুরুর আগেই নাকি একদল লোক প্যাণ্ডেলে ঢুকে ৪০০০ টিফিন প্যাকেটের মধ্যে বেশী ভাগটাই লুঠ করে নিয়ে যায়। প্যাকেট হাওয়া তাই লোকও হাওয়া। অনুষ্ঠান শুরুর সময় প্যাণ্ডেল নাকি একরকম ফাঁকা ছিল। পুলিশ ব্যারিকেটের মধ্যে (শেষ পাতায়)

আই.এন.টি.ইউ.সি. অফিস ভাঙা পড়েনি

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর বাসষ্ট্যাণ্ডের মধ্যে আই.এন.টি.ইউ.সি. সম্প্রতি ইউনিয়ন অফিস চালু করে। সরকারী জায়গায় অবৈধভাবে অফিস তৈরীর অভিযোগ এনে পুর কর্তৃপক্ষ ওটি ভেঙে ফেলার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেয়। ভাঙার জন্য সেখানে পুলিশ গিয়েও ঘুরে আসে। আই.এন.টি.ইউ.সি-র এক নেতা নাকি পুলিশকে পরিষ্কার জানিয়ে দেন – সরকারী জায়গায় জবর দখল করে সিটুর ইউনিয়ন অফিস এখানে বহুদিন (শেষ পাতায়)

তৃণমূলে ঢোকার হিড়িক এখন সর্বত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৮ জুন বহরমপুর রবীন্দ্রভবনে তৃণমূল নেতা ও মন্ত্রী সুব্রত সাহার উদ্যোগে জেলার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বর্ধনা জানানো হয়। ঐ অনুষ্ঠানে জেলা কংগ্রেসের সহ-সভাপতি ধুলিয়ানের সফর আলি, সামসেরগঞ্জ ব্লক কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সামশুল আলম এবং বাসুদেবপুরের জগন্নাথ চৌধুরী ফঃ ব্লক থেকে (শেষ পাতায়)

জঙ্গিপুর কলেজে ছাত্রপরিষদের তাণ্ডব

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর কলেজের ফার্ষ্ট ইয়ারের ভর্তির ফরম দেবার প্রথম দিনেই ২০ জুন এক সংঘর্ষে ছাত্র পরিষদের সমর্থকদের হাতে এস.এফ.আই-এর সমর্থকরা প্রহৃত হন। সেখানে ছাত্র সংসদের অফিস এবং ক্যান্টিন ভাঙচুর করে ছাত্র পরিষদের ছেলেরা বলে অভিযোগ। তৃণমূল নেতা সেখ মহঃ ফুরকানের ছেলে পারভেজ আহমেদও ওদের হাতে লাঞ্ছিত হন। লাঞ্ছিত ছাত্ররা ছাত্র পরিষদের ছেলেদের নামে থানায় অভিযোগ আনেন।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, ঢাকায় জামদানী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান

গৌতম মনিয়া

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৭ই আষাঢ় বুধবার, ১৪১৮

চাই সচেতনতা, চাই অঙ্গীকার

রবীন্দ্রনাথ জমিদারীর কাজ দেখাশোনা করিবার জন্য পতিসর-কালীগ্রাম শিলাইদহ গিয়াছিলেন। এই অঞ্চলগুলি এখন বর্ত্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত। সেখানে গিয়া তিনি সেই সময় বাংলার মুখ দেখিয়া কী বোধ করিয়াছিলেন ? বিস্ময় না বেদনা ? সম্ভবত দুই-ই তাঁহার মর্মলোককে আলোড়িত করিয়াছিল। তখন ছিল অখণ্ড বাংলা, তাহা ছিল বিট্রিশ শাসনাধীন। সেদিন বাংলার মুখে দেখিয়াছিলেন শতাব্দীর বেদনার করুণ কাহিনী। সে কাহিনী ছিল কষ্টের সংসারের, বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথার। নতশির, মূক মানুষের মুখচ্ছবি তাঁহাকে ব্যথিত এবং বেদনার্ত্ত করিয়াছিল। তাহারা সেদিন ছিল অন্নহীন, শিক্ষাহীন, স্বাস্থ্যহীন। ব্যথিত কবি ইহার কারণ খুঁজিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল – মানুষের সকল প্রকার দুঃখের কারণ তাহাদের অবিদ্যা বা অশিক্ষা। এই অবিদ্যা মানুষের মনে প্রশ্রয় দেয়, পালন করে কুসংস্কারকে। অবিশ্বাস, সন্দেহ, কুসংস্কারের সূতিকাগার হইল অবিদ্যাচ্ছন্ন মানুষের অন্তর। তাই শতাব্দীর অভিশাপ বহন করিয়া আসিয়াছে সমাজের সাধারণ মানুষ। চক্ষুষ্মান হইয়াও তাহারা অন্ধত্বের কূপে নিমজ্জিত থাকিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আজ দেশ স্বাধীন হইয়াছে। একবিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করিয়াছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির স্বর্ণরথ দ্রুত গতিতে ধাবমান। ইহারই প্রেক্ষিতে আমাদের দেশঘরের মানুষের অপরিবর্ত্তিত মানসিকতা স্বভাবতই বিস্ময়ের কারণ হয়। বেদনার কারণ তো অবশ্যই। পরাধীন ভারতবর্ষে আমরা সব দিকে, সব বিষয়ে বঞ্চিত ছিলাম। সুযোগ ছিল না শিক্ষার, স্বাস্থ্যের। কিন্তু আমরা এখন স্বাধীন দেশের মানুষ হইয়া এই সুযোগ কতটা গ্রহণ করিতে পারিয়াছি ? পৃথিবীর জঞ্জাল কতটা সরাইতে পারিয়াছি ? নবজাতকের জন্য বাসযোগ্য পৃথিবী, তাহাদের সুস্থ দেহমন গঠন করিবার জন্য আমাদের সমাজের সাধারণ মানুষ কতটা অগ্রণী হইতে পারিয়াছে ? যতটা হওয়া উচিত ছিল ততটা হয় নাই। তাহার কারণ – সাধারণ মানুষের মধ্যে এখনও নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা এবং অবিদ্যা রহিয়া গিয়াছে। ইহার মুক্তির জন্য প্রয়োজন সার্বজনীন শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথ বহুকাল আগেই বলিয়াছিলেন – লেখাপড়া শিক্ষাই হইতেছে এইসব হইতে মুক্তির একমাত্র সরণি। শুধু শিক্ষা কেন – চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু। ইহার অধিকার অর্জন করিতে হইলে – সবার আগে দরকার সচেতনতা। শিক্ষার পরেই স্বাস্থ্যের কথা আসে। তামাম বিশ্ব আজ দূষণের শিকার। উৎকট ব্যাধি আজ মানুষের দেহে। আমাদের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীরা যাহাতে তাহার উত্তরাধিকার না পায় তাহার জন্য সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া সতর্ক সাবধান হওয়া দরকার। আমাদের শিশু সন্তানকে নীরোগ সুস্থ করিয়া তোলা আমাদের অভিভাবক অভিভাবিকাদের নৈতিক পবিত্র দায়িত্ব। সম্প্রতি সারা বিশ্বকে পোলিও রোগমুক্ত করিবার বিশেষ এবং সার্বিক কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যেক নাগরিকের অংশ গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দুঃখের বিষয়, লজ্জারও বটে, জঙ্গিপুর মহকুমার কয়েকটি অঞ্চলে পালস্ পোলিও টিকাকরণের কর্মসূচীতে বেশ কিছু সংখ্যক অভিভাবক অভিভাবিকার মধ্যে উদাসীনতা, অনীহা দেখা গিয়াছে। অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং সম্ভবতঃ ধর্মীয় গোঁড়ামি ইহার প্রতিবন্ধকতা করিয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। মনে রাখা দরকার – এই সময় এবং সুযোগ যেন নষ্ট না হয়। কারণ সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে অঙ্গীকার করিতে হইবে "এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি।"

বংকুবাবুর মোবাইল

কৃশানু ভট্টাচার্য্য

বংকুবাবু বাড়ীর দীর্ঘদিনের টেলিফোন লাইন কেটে দিয়েছেন। এই টেলিফোন বংকুবাবুর বাবার আমলের। বাবা ছিলেন ডাক্তার। পাড়ার সবাই দেশবিদেশের আত্মীয়স্বজনদের ডাক্তারবাবুর বাড়ীর নম্বর দিতেন। সে সময়ে পাড়ায় বংকুবাবুর বেশ খাতির ছিল। মাঝে মধ্যে রাতবিরেতে লোকজনকে ডেকেও দিতে হত। এই টেলিফোন লাইন একবার সাতদিন বিকল থাকার কারণে বংকুবাবু টেলিফোন দপ্তরে রীতিমতো মারপিটও করেছিলেন। সেই ঐতিহাসিক টেলিফোন আজ অতীত। কারণ পৌঢ় বংকুবাবুর নিজের একটা ডুয়েল সিম মোবাইল, বউয়ের (পরের পাতায়)

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

পরিবেশ দূষণ নিয়ে

গত ৩১শে জ্যৈষ্ঠ' ১৪১৮ এর 'পরিবেশ দূষণ' বিষয়ক পত্রের সহমত পোষণ করে দু'চার কথা। আসলে পরিবেশ দূষণ, সার্বিক ব্যাধি। শুধু প্রকাশ্যে মাংস কাটা বা বিক্রয় নয়, অজস্র উদাহরণ। হাসপাতাল চত্বরে এখনও চিকিৎসা বিষয়ক বর্জ্যের পাহাড়; বাজার সংলগ্ন অলিতে গলিতে আবর্জনার স্তূপ। হেড-পোষ্টঅফিস সংলগ্ন প্রাচীন জলনিকাশী ব্যবস্থা নোংরা, বিশেষ করে প্লাস্টিক দ্রব্যাদি জমে জমে বন্ধ হবার জোগাড়। একাধিকবার ভাবনা চিন্তা সত্ত্বেও এপার-ওপারের সমস্ত নোংরা-বর্জ্য গিয়ে মিশছে পতিত পাবন গঙ্গায়। এত ঘনঘটায় তৈরী বৈদ্যুতিক চুল্লির দুর্বোদ্ধ কারণে পূর্ণ কর্ম্মক্ষমতা প্রয়োগ না হওয়ায় নিয়মিত দগ্ধ-অর্ধদগ্ধ শবাশেষ গিয়ে মিশছে সেই গঙ্গায়, এর সাথে রয়েছে এপার ওপারের গাড়ির ধোয়া, গবাদি পশুর স্নান। ক্রমবর্ধমান শহরে এখন আমবাগান-লিচুবাগানগুলো গ্রাস করছে ইঁট-কংক্রিটের স্তূপ ! বিকল্প বনসৃজনে উৎসাহ নেই বললেই চলে। অথচ নদী লাগোয়া ধারাবাহিক বনসৃজন দৃষ্টি নন্দন ও পরিবেশ বান্ধব হতে পারতো। কোনো রকম নিয়ম কানুন তোয়াক্কা না করেই দুই পারে একাধিক লোহা-লক্কর, ছোট যন্ত্রপাতি এবং প্লাস্টিক কারখানা

প্রেসিডেন্সি কলেজ – তখন ও এখন

অজিত মুখার্জী

১। মূলকথা :

কিছুদিন থেকে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ নিয়ে TV ও খবরের কাগজগুলিতে বিস্তর কথাবার্তা হচ্ছে। এককালে এই কলেজটি ছিল ভারতের সবচেয়ে নামী কলেজ – শিক্ষার উৎকর্ষ কেন্দ্র। এখন এর মান নিম্নমুখী। বিদ্যোৎজনেরা প্রেসিডেন্সিকে ব্যাধিমুক্ত করতে নানা চিন্তাভাবনা করছেন। লক্ষ্য কলেজের মান উন্নত করা। এই কলেজের অবক্ষয় কি বয়স জনিত ? প্রায় দু'শ বছরের পুরানো। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপিত। ১৮৫৫-৫৬ থেকে নাম পরিবর্ত্তন করে প্রেসিডেন্সি। দ্বিতীয়ত, সরকারের ভুলনীতি শিক্ষায় উৎকর্ষ কেন্দ্রটি ভাঙার অপচেষ্টা। অথবা অর্থের অভাবের জন্য উন্নতমানের পরিকাঠামো তৈরির ব্যর্থতা।

২। প্রেসিডেন্সির জীবনরস – পূর্ব ঐতিহ্য উনিশশতকী নবজাগরণের মূলকেন্দ্র – এই কলেজতে কেন্দ্র করে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা আরম্ভ হয়। ডিরোজিও ও নব্যবঙ্গ এরও আন্দোলন। গোটা শতকের সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সমাজ ভাবনার প্রস্ফুটন প্রেসিডেন্সি কলেজকে কেন্দ্র করে শুরু হয়। এই কলেজের ইতিহাস হ'ল গোটা শতকের ইতিহাস, একটি জাতির ইতিহাস।

এই ঐতিহ্য কোনও কলেজের নাই। এমনকি ইংলণ্ডের Oxford-Cambridge এরও নাই। প্রাচীনগ্রীসের জিমন্যাসিয়ামের (শেষ পাতায়)

চলছে। মারাত্মক রকমের বায়ু ও শব্দদূষণ হচ্ছে; চলছে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এবং অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অজস্র শিশু শ্রমিকের শৈশব নিয়ে প্রহসন।

এতো গেলো প্রাকৃতিক পরিবেশ। সামাজিক পরিবেশের অবক্ষয় আরও সঙ্গীন। ঘরে-বাইরে দৃশ্যদূষণ। বাড়িতে VCD-DVD, Desktop-Laptop এর বারবাড়ন্ত, ছাত্র-যুবকদের যন্ত্রনির্ভরতা। মোবাইলের দোকানগুলোতে ১৫ থেকে ২৫' এর ভির দেখেই বোঝা যায় এই যত্রটি কি মারাত্মক সামাজিক দূষণ অভিমুখী। স্কুল-কলেজের টিউশন-গামী পড়ুয়াদের হাতে একাধিক দামী Multipurpose Handset। অলিতে-গলিতে, আনাচে-কানাচে SMS, MMS ও Audio-Video sharing এর প্রভাবে বিকৃত যৌনচেতনার ছড়াছড়ি। এদের আচার-আচরণ, ভাষা প্রয়োগ, অসংগতিপূর্ণ কার্যকলাপ ভয়াবহ ভবিষ্যতের পূর্বাভাষ দেয়। এর সাথে জুড়েছে স্কুল, বিশেষ করে কলেজের ডামাডোলের প্রশাসন; যা শিক্ষাক্ষেত্র দূষণের নামান্তর মাত্র। জনস্বাস্থ্য বিষয়ক ক্ষেত্রগুলির অবস্থা তথৈবচ। নিত্য অভিযোগ, অবহেলা, হাসপাতালের বেহাল পরিবেশ, পাল্লা দিয়ে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের অমানবিক আচরণ, শহরের নামকরা ডাক্তারদের চেম্বারে (দোকানঘর) রুগীর (খদ্দেরের) বারবাড়ন্ত; তদুপরি হাসপাতাল, চেম্বার, ডায়গোনেষ্টিক সেন্টার, নার্সিং হোম, ওষধের দোকান, হাসপাতাল লাগোয়া প্রাইভেট গাড়ির রমরমা-এ'এক ভুলভুলাইয়া যা চূড়ান্ত মানবিক দুষণ আক্ষা দেওয়াই যায়। রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, জঙ্গিপুর

বংকুবাবুর মোবাইল

(২য় পাতার পর)

একটা ক্যামেরা মোবাইল তাতে অবশ্য নাতিদের ছবিই বেশী, ছেলে আর বৌমা মাঝেমধ্যেই নম্বর আর ফোন দুইই বদল করে – তাই তার আর হিসেব নেই। সাধে কি আর এদেশে শৌচাগারের চেয়ে মোবাইলের সংখ্যা বেশী ! সেই বংকুবাবু সেদিন রাতে স্যট লিং ডিস টিভি দেখে আঁতকে উঠেছেন। জোনাথান এম স্যমেট নামের এক ডাক্তার তার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছেন। কারণ সেই মোবাইল।

কথাটা অন্য কেউ বললে বংকুবাবু বিশেষ পাত্তা দিতেন না। এই যে মাঝে মধ্যেই লোকে নারকেল গাছের ডাবের গায়ে কালো দাগ কিংবা পাখির সংখ্যা কমে যাওয়া নিয়ে বকর বকর করে তাতে বংকুবাবুর কোনো মাথাব্যথা নেই। কারণ বংকুবাবু ডাবও খান না, আর সেলিম আলি, অজয় হোমদের মতো পাখি নিয়েও কালচার করেন না। কিন্তু স্যমেট – যে কিনা আবার আমেরিকার রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামার জাতীয় ক্যানসার বিষয়ক উপেদেষ্টা পর্ষদের সদস্য, তার কথা তো আর ফেলা না নয়। স্যমেট বলেছেন, পৃথিবীর ১৩টি দেশের সেলফোন ব্যবহারকারীদের উপর সমীক্ষা করে 'ইন্টারফোন' নামের গবেষণা প্রকল্পটি। আর তাতেই জানা গেছে মোবাইল ব্যবহার মাত্রাতিরিক্ত হলে মস্তিষ্কে গজিয়ে উঠতে পারে এক বিরল টিউমার – 'গ্লায়োমা'। শুধু তাই নয় মোবাইল ব্যবহারকারীরা ৪০ শতাংশ বেশী ক্যানসারে আক্রান্ত হতে পারে। স্যমেটরা মোবাইল ফোনকে 'পাসিবলি কারসিনো জেনিফ' বা 'সম্ভাব্য ক্যানসার সংগঠক সামগ্রী' হিসাবে চিন্তিত করেছেন।

বংকুবাবু ১লা জুন রাতে ঘুমোতে পারেন নি। তাই ২রা জুন সকালে উঠতে একটু দেরী হয়ে গেল। চা খেয়ে খবর কাগজে চোখ মেলতে দেখলেন কলকাতার ক্যানসার চিকিৎসক ডাঃ গৌতম মুখোপাধ্যায় বলেছেন, একটানা এক ঘন্টা মোবাইলে কথা বলায় মস্তিষ্কের অতি সক্রিয় কোষের ক্ষতি করে। বংকুবাবু দেখলেন চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতালের ডাঃ জয়দীপ বিশ্বাস বলছেন, মোবাইল ও বিশেষ করে ইয়ার ফোন ব্যবহার মর্ধকর্ণ বা মিডল ইয়ারের পর্দায় ক্ষতি করে। কারণ মোবাইলের ক্ষুদ্র তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ কানের পর্দার পক্ষে ক্ষতিকর। আর সে সময়ই কানে ইয়ার ফোন লাগিয়ে দোতলা থেকে নেমে এল বংকুবাবুর ছেলে – সে একটা মস্তো বড় ওষুধ কোম্পানীর সেলস্ ম্যানেজার। ছেলেকে বাধা দিতে যাবেন – সুযোগই পেলেন না। কারণ কথা শেষ হবার আগেই ছেলে নিজের মোটর সাইকেল স্টার্ট করে রওনা দিয়ে দিয়েছে। আজকাল মোবাইলে কথা বলতে বলতে গাড়ী চালানো পুলিশ নিষেধ করে। কারণ এতে নাকি অনেক দুর্ঘটনাও ঘটে। বংকুবাবু ঠিক করলেন রাতে ছেলের কানে কথাটা তুলবেন।

পাছে এই জরুরী কাজটা ভুলে যান তাই বংকুবাবু স্ত্রীকে কথাটা জানিয়ে রাখার চেষ্টা করতে গেলেন। ছেলে বউয়ের সংসারে প্রৌঢ়া সুনীতি দেবীর কাজ অনেক কম। নাতির সঙ্গে খেলাধূলায় তার সময় কাটে। আর আছে ছোট বোন সীমার সঙ্গে একটু গল্প। এমনিতে সুনীতি দেবী বেশী কথা বলতে পারেন না, তবে বোনের সঙ্গে কথা বলতে গেলে ঘন্টা দুয়েক এর আগে শেষ হয় না। আগে ঝামেলা ছিল। একটা জায়গায় বসে ফোন করতে হত। এখন মোবাইল হওয়ায় সুনীতি দেবীও রান্নাঘর থেকে বারান্দা, বারান্দা থেকে বেডরুম, কখনও নিচে ঝি'এর কাজে তদারকি সবই চলে মোবাইল কানে দিয়েই। তাই আর কাজের ব্যাঘাত হয় না। বংকুবাবু ঘরে ঢুকেই বুঝলেন আপাততঃ এ নিয়ে কিছু বলার সুযোগ নেই।

নিচের ঘরে এসে বারান্দায় দাঁড়ালেন বংকুবাবু। রাস্তা দিয়ে কানে মোবাইল নিয়ে গল্প করছে একটি ছেলে। ভাবলেন কথা শেষ হলে ছেলেটাকে কিছু বলবেন। আরে কাণ্ড ! সাড়ে দশটা থেকে এগারোটা, সাড়ে এগারো, বারোটা – কথা তো আর শেষ হয় না। এদিকে এন আর এসের ডাঃ সুবীর গাঙ্গুলী, ডাঃ শিবাশিষ ভট্টাচার্য্য সবাই একটানা কথা বলার ব্যাপারে সতর্ক করছেন। ছেলেটার হুঁস নেই। শেষমেস সে কথা বলতে বলতেই অন্য দিকে পা বাড়ালেন।

দুপুরের খাওয়া সেরে ভাত ঘুম দিয়ে উঠে বংকুবাবু ভাবলেন আজকের সকালের অসমাপ্ত কাজটা শেষ করতে হবে। তার চার বন্ধুর দু'জনের মোবাইল আছে। ভাবলেন তাদেরকে এ সবই জানাতে হবে। পাজামা পাঞ্জাবী পরে রাস্তায় বেরিয়ে বংকুবাবু পাড়ার মোড়ে বন্ধুদের জন্য অপেক্ষা (শেষ পাতায়)

RAMEL INDUSTRIES Ltd.

Regd. Off-15, Krishnanagar Road, Barasat, Kolkata-700126

র‍্যামেলের এক্সপোর্ট-ইম্পোর্ট ডিভিশনের তৎপরতায় জাপানে যাচ্ছে মাছ – যাচ্ছে চামড়া।

র‍্যামেল মানে ভরসা
র‍্যামেল মানে আত্মবিশ্বাস
র‍্যামেল মানে প্রাণের বন্ধন

Organized and Published by Murshidabad Zone

বিশ্বে পরিবেশ দিবসে ফরাক্কা এন.টি.পি.সি.-র নানা কর্মসূচী

নিজস্ব সংবাদদাতা : বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করলেন ফরাক্কার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সর্বস্তরের কর্মচারীরা তাঁদের প্রতিবেশীদের নিয়ে গত ৫ জুন। তাঁরা আশেপাশের স্কুল গুলির ছাত্রছাত্রীদের একটি প্রাসঙ্গিক রচনা প্রতিযোগিতারও আয়োজন করেন। বাংলা মাধ্যমে ১ম মৌমিতা রায়, (ফরাক্কা ব্যারেজ উচ্চ বিদ্যালয়), ২য় একই স্কুলের রিয়া পাল, ও ৩য় নয়নসুখ এল.এন.এস.এম. হাই স্কুলের অর্ণব হাটি। ইংরেজী মাধ্যমে নিশিন্দ্রা হাই স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র বিশ্বজিৎ ঘোষ ১ম, ফরাক্কা ব্যারেজ হাই স্কুলের নবম শ্রেণীর সুদীপ্তা সিং ২য় ও নয়নসুখ হাই স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়, ৩য় স্থান লাভ করেন। এছাড়াও বৃক্ষ রোপণ ও বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, ভাষণ ইত্যাদির মাধ্যমে গৃহবধূ, নিম্নস্তরের ছাত্রছাত্রীসহ সমস্ত কর্মচারীদের নিয়ে দিনভর নানা অনুষ্ঠানে ঐ দিনটির তাৎপর্য মূল্যায়ন করা হয়। এ.জি.এম. বি.কে.রথ পুরস্কার দেন।

স্কুলে মনোনয়নপত্র জমা দিতে গিয়ে কংগ্রেসীদের (১ম পাতার পর)

ভুতু সেখের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ আনা হয় তৃণমূলের পক্ষ থেকে। এ প্রসঙ্গে কংগ্রেস বিধায়ক মহঃ আখরুজ্জামানের কথা – 'আমার নেতৃত্বে এই ঘটনা ঘটেছে বলে তৃণমূলের পক্ষ থেকে প্রথমে থানায় অভিযোগ আনা হয়। পরে জানতে পারে আমি ঐ দিন মুম্বাইয়ে। তাই সবকিছু ডাইরীতে পরিবর্তন করে। এটা তৃণমূল ও সিপিএমের একটা চাল। ওদের ওখানে কোন লোকজন নাই, সংগঠন নাই। শুধু গণ্ডগোল পাকানোর জন্যই কালীতলা স্কুলে যায়।

ব্যাঙ্ক উদ্বোধন মানেই আগেরবার মুক্তি এবার (১ম পাতার পর)

প্রণববাবু এলেন – চলে গেলেন। এবার প্যাকেটের দায়িত্ব পায় উমরপুরের এক হোটেলওয়ালা ভায়া মহঃ সোহরাব। এ প্রসঙ্গে কংগ্রেস নেতা মুক্তিপ্রসাদ ধরের আক্ষেপ – আমার ওপর অনুষ্ঠানের দায়িত্ব থাকলেই তখন দলের অনেকেরই মুখ ভার হয়ে যায়। অথচ আয়ের সব টাকাটাই পার্টি ফাণ্ডে জমা পড়ে। ঐ দিনের অনুষ্ঠান চত্বরে এক নেমন্ত্রিত অতিথি মন্তব্য করেন – "আজ পর্যন্ত যতগুলো ব্যাঙ্কের উদ্বোধন করেছেন প্রণব মুখার্জী, তাতে তাঁর যাতায়াত, নিরাপত্তা বা আনুসঙ্গিক খরচ কত হয়েছে, ঐসব ব্যাঙ্কগুলো কিভাবে চলছে, কংগ্রেসীদের পাইয়ে দেওয়া কৃষি ঋণের টাকা আদৌ ব্যাঙ্কে জমা পড়ছে কিনা, প্রকৃত কৃষকেরা 'লোন' পাচ্ছেন কিনা – এসব কে দেখবে ?

অজিত মুখার্জী প্রেসিডেন্সি কলেজ – তখন (২য় পাতার পর)

মত সর্বতোমুখী।

৩। এই প্রতিবেদকের অভিজ্ঞতা :

পাঁচ দশকের শেষ ও ছয়ের দোরগোড়া। আমরা তখন প্রেসিডেন্সিতে অমর্ত্য সেন, সুখময় চক্রবর্তী, পার্থসারথী গুপ্তর বিচ্ছুরিত গৌরবচ্ছটায় গা গরম করছি। শালপ্রাংশু মহাভুজ দৈত্যাকৃতি সব অধ্যাপক ..... ইংরাজিতে তারকনাথ সেন ও সুবোধ সেনগুপ্ত, ইতিহাসে প্রবাদপ্রতিম সুশোভন সরকার ও অমলেশবাবু, বাংলায় তন্ত্র সম্রাট চিন্তাহরণ চক্রবর্তী ও কবি অজিত দত্ত। অর্থনীতি বিভাগে ভবতোষ দত্ত ও তাপস মজুমদার। আর বিজ্ঞান বিভাগে খ্যাতনামাগণ। মনে হত – এঁদের কাছে পড়াশোনা করা "Heavenly Bliss"।

৪। কখন থেকে ও কেন নামল – ছয়ের দশকের শেষ থেকে বাংলায় অগ্নিগর্ভ রাজনৈতিক পরিস্থিতি। ভাল ভাল ছাত্ররা আর কলেজে আসছেননা। ১৯৭৭ থেকে নানাভাবে প্রেসিডেন্সির অঙ্গহানি ঘটতে থাকে। শিক্ষায় তথাকথিত উচ্চবর্ণীয় (Elitism) ভাঙতে ভাল ভাল অধ্যাপকদের বদলী করা হল। এলেন রাজনীতি কৃপাধন্য প্রসাদপুষ্ট নিম্নমেধার দল। সব দেশে জাতীয় স্বার্থে শিক্ষায় উৎকর্ষ কেন্দ্রগুলি সযত্নে রক্ষা করা হয়। এখানে তা করা হ'ল না।

৫। শেষ কথা :

এখন প্রেসিডেন্সিকে বিশ্ববিদ্যালয় করা হয়েছে। এর সঙ্গে "প্রেসিডেন্সি কলেজ" নামটি থাকুক। এই নামটির সঙ্গে অনেক "নস্টালজিয়া" জড়িয়ে আছে। মেধাই হোক কলেজে প্রবেশের একমাত্র মাপকাঠি। আর ছাত্র রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে আইআইটি ও পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের লঙ্গলওয়াল কমিটির সুপারিশগুলি ভেবে দেখা দরকার। প্রেসিডেন্সির শুভ হোক "God Speed"

অভিনব প্রয়াস

নিজস্ব সংবাদদাতা : এন.টি.পি.সি কর্তৃপক্ষ এলাকার ব্যবহার্য ও পরিত্যক্ত জলের কার্য্যকারিতা নিয়েও অভিনব এক অনুষ্ঠান করে মানুষের চেতনা জাগ্রত করার প্রচেষ্টা করেন। ঐ জলে ফুল ফলের চাষ কিভাবে করা যায় তাও দেখানো হয়। ব্যারেজের জি.এম. কে. কে. শর্মা এই উদ্দেশ্যে ৩০০ ঘন ফুটের এক জলাধারের ভিত্তি স্থাপনও করেন। তারা গ্রীনটেক এনভায়ারনমেন্ট গোল্ড এ্যাওয়ার্ড ২০১০ লাভ করেছেন বলে জানা যায়।

জঙ্গিপুর হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবার (১ম পাতার পর)

ডোর ডিউটি থেকে বাদ রাখা হয়েছিল। বর্তমান সুপার সি.এম.ও.এইচ এর সঙ্গে দেখা করে সুধাংশু জানার মতো একজন রোগী দরদী ডাক্তারের হেফাজতে বেড ও আউটডোরের দায়িত্বের অনুমতিপত্র নিয়ে আসেন। এই প্রসঙ্গে জানা যায়, ডাঃ জানা নির্দিষ্ট সময়ে হাসপাতালে উপস্থিত হন এবং একজন রোগী দরদী ডাক্তার যা জঙ্গিপুর হাসপাতালে বিরল। তিনি কোন জটিল কেস দেখলে কোলকাতার হাসপাতাল বা কোন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগও নাকি করিয়ে দেন। এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায়, সুপার সম্প্রতি মহিলা রোগ বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এক সভা করেন। সেখানে 'এ্যাডমিশন ডে' তে ডাক্তারদের রাতে হাসপাতালে থাকার নির্দেশ দেন। এতে ডাক্তাররা আপত্তি তোলেন। উল্লেখ্য, গাইনি ডাঃ সোমনাথ সেনকে হাসপাতাল থেকে কলবুক পাঠালে তিনি যেতে পারবেন না বলে কর্মীকে ফিরিয়ে দেন। এই খবর সুপারের কাছে পৌঁছলে তিনি কলবুক নিয়ে সোমনাথ সেনের বাসায় যান। সুপারের হাতে কলবুক দেখে ডাঃ সোমনাথ আসতে বাধ্য হন।

আই.এন.টি.ইউ.সি. অফিস ভাঙা পড়েনি (১ম পাতার পর)

ধরে চালু আছে। ওঠা কেন এতদিন ভাঙা হয়নি ? সিটু অফিস না ভাঙা পর্যন্ত আমরা এখান থেকে সরব না। বেগতিক দেখে পুলিশ ওখান থেকে সরে পড়ে।

তৃণমূলে ঢোকার হিড়িক এখন সর্বত্র (১ম পাতার পর)

তৃণমূলে যোগ দেন। ধুলিয়ান থেকে চারটি বাসে প্রচুর মানুষ ঐ অনুষ্ঠানে হাজির হয়।

বংকুবাবুর মোবাইল (৩য় পাতার পর)

করতে লাগলেন। স্ট্যমেটের কথা মেনে তিনি আজ আর হাঁটার সময় মুঠিতে রাখা যন্ত্রটি আনেন নি। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর নিজে নিজেই হেঁটে বাড়ী ফিরে এলেন। মাথা থেকে তখনও মোবাইলের ভূত নামে নি। শেষমেষ দিনে প্রথমবার যন্ত্রটা হাতে নিয়ে কনট্যাক্ট লিষ্ট খুলে নিরঞ্জনের নাম্বারটা বার করলেন বংকুবাবু। তারপর কিছুটা দ্বিধা করেই টিপে দিলেন সবুজ বোতাম – পর্দায় ফুটে উঠল 'নিরঞ্জন কলিং'। তারপর ... "হ্যালো – শুনেছ ..... ।"

স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার

রঘুনাথগঞ্জ, হরিদাসনগর, কোর্ট মোড়, মুর্শিদাবাদ

(আকর্ষণীয় জ্যোতিষ বিভাগ)

আসল গ্রহরত্ন ও উপরত্নের সম্ভারে সুদক্ষ কারিগড় কর্তৃক সোনার গহনা তৈরীর বিশ্বস্ততায়, আধুনিক ডিজাইনের রুচিসম্পন্ন গহনা তৈরীর বৈশিষ্ট্যতায় এবং বিক্রয়োত্তর পরিষেবায় আমরা অনন্য। এছাড়াও আছে "স্বর্ণালী পার্লসের" মুক্তোর গহনা।

: জ্যোতিষ বিভাগে :

অধ্যাপক শ্রী গৌরমোহন শাস্ত্রী (কলকাতা) (ভাগ্যফল পত্রিকার নিয়মিত লেখক) প্রতি ইং মাসের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শনি ও রবিবার।

শ্রী এস. রায় (কলকাতা) প্রতি ইং মাসের ১ ও ২ তারিখ।

(অগ্রিম বুকিং করুন)

Mob.- 9475195960 / 9475948686 / 9800889088

PH.: 03483-266345

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।